ফাতওয়া নাম্বার: ১৬৮ প্রকাশকালঃ১৬-০৪-২০২১ ইং

ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিক রোযা ভাঙ্গলে কয়টি কাফফারা আসবে?

প্রশ্নঃ

কোন ব্যক্তি রমজান মাসে কয়েকটি রোজা ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে ফেললো, লাগাতার নয়, মাঝে মাঝে এমনটি করছে। এখন তার ওপর কয়টি কাফফারা আসবে?

প্রশ্নকারী-আহমাদ

উত্তর:

بسم الله الرحمن الرحيم

এক বা একাধিক রোযার কাফফারা একটিই আদায় করতে হয়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি যে কয়টি রোযা ভেঙ্গেছে, তার প্রত্যেকটি রোযা কাযা করবে এবং সবগুলোর জন্য একটি কাফফারা আদায় করবে। তবে কেউ যদি একটি রোযার কাফফারা আদায় করার পর আরেকটি রোযা ভাঙ্গে, সে ক্ষেত্রে নতুন করে আবার কাফফারা আদায় করতে হবে। -কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মদ: ২/১৫৩; ফাতাওয়া শামী: ২/৪০৩; ৪১৩ ও ৬/৭৩৪; মাবসুতে সারাখসী: ৩/৭৫

উল্লেখ্য, বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃত রমযানের রোযা ভাঙ্গা অনেক বড় গুনাহ। ভবিষ্যতে এ থেকে বিরত থাকা এবং পূর্বের কৃতকর্মের জন্য তাওবা-ইস্তেগফার করা জরুরি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان، فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا، فقالا لي: اصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه

الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. -رواه ابن خزيمة (1986) وابن حبان (7491) في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك، (2837) والطبراني في المعجم الكبير (7666) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (77/1) : رجاله رجال الصحيح.

"আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দুজন ব্যক্তি এসে আমার বাহু ধরে আমাকে একটি দুর্গম পর্বতের কাছে নিয়ে গেল। তারা বলল, আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন। আমি যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছলাম, প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এ আওয়াজ কিসের? তারা বলল, জাহান্নামীদের চিৎকার। এরপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। তখন আমি এমন কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদের পায়ের গোড়ালি বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের মুখের পার্শ্বগুলো ক্ষতবিক্ষত এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। জানতে চাইলাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা হল ওই সকল লোক, যারা সময় হওয়ার পূর্বেই রোযা ভেঙ্গে ফেলত। -সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ১৯৮৬, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৭৪৯১, মুস্তাদরাক-হাকেম: ২৮৩৭, তবারানী-আলমুজামুল কাবীর: ৭৬৬৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১/৭৭, হাফেয আবু আব্দুল্লাহ হাকেম, ইমাম যাহাবী এবং হাফেয হাইসামী রহিমাহুমুল্লাহ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

والله تعالى أعلم، وعلمه أتم وأحكم

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

০১-০৯-১৪৪২ হি.

১৪-০৪-২০২১ ইং